ক

[illegible]

বিজ্ঞাপন।

অধুনা এই ভারত ভূমিতে বঙ্গভাষার বিলক্ষণ আলোচনা হইতেছে। এবং অনেক সহৃদয় মহাশয়েরা বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়া বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। যাহাহউক আমি এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি অনেক পরিশ্রমে সঙ্কলন করিয়াছি। কিন্তু এতদ্দ্বারা কখনই গ্রন্থকার পদবী লাভের প্রত্যাশা করি না। এতদ্গ্রন্থে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, তত্তাবতের অভিনবত্ব মাত্র নাই। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভরসা করি যে ঐ সকল সদ্বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলনে পাঠকগণ কদাচ বিরক্ত হইবেন না। এক্ষণে বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিলেই আপনাকে সকলজ্ঞ বিবেচনা করিব।

বরিশাল রায়েরকাঠী }
১২৬৯ সাল ২ বৈশাখ }

শ্রীনরনারায়ণ রায়।

ওঁতৎসৎ।

ঈশ্বর স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং।
ত্বমেকজ্জগৎ পালকং স্বপ্রকাশং॥
ত্বমেকজ্জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেকম্পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাম্ভয়ম্ভীষণম্ভীষণানাং।
গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাং॥
মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃ ত্বমেকং।
পরেষাম্পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাং ভজামঃ।
বয়ন্ত্বাঞ্জগৎ সাক্ষিরূপন্নমামঃ।
সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

চারু প্রবন্ধ

জগদীশ্বরের মহিমা।

হে জগৎ পাতা জগদীশ্বর। তোমার অনন্ত-জ্ঞান, অসীমকরুণা, আশ্চর্য্যকৌশলসকল ক্ষণকাল সাভিনিবেশচিত্তে চিন্তা করিলে কার অন্তরাত্মা আনন্দসাগরে—বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন না হয়? হে অখিল নাথ! যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তোমার শক্তির, জ্ঞানের ও করুণার অসংখ্য উদাহরণ অবলোকিত হয়।

প্রভাকর দিনকর অম্বরপথে প্রত্যহ সমুদিত হইয়া আলোক প্রদান পূর্ব্বক ভূলোকের কেমন পুলক বিধান করিতেছে! পীযূষকিরণ রোহিণীরঞ্জন পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া সুধাময়দীধিতি সর্ব্বত্র বিতরণ পূর্ব্বক তোমার নিরপেক্ষ করুণার পরিচয় দিতেছে! জগজ্জীবন সমীরণ তোমার

অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বত্র সঞ্চারণ-ক্রিয়ার নিযুক্ত রহিয়াছে। নাথ! তুমিই এবিশ্বমণ্ডলের নিয়ন্তা। তোমারই মঙ্গলগর্ভ নিয়মে নিবদ্ধ থাকিয়া বারিদ বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

হে অচিন্ত্য অখিলভ্রাত! একমাত্র তোমারই ইচ্ছায় এই সুদৃশ্য বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, তোমারই ইচ্ছায় রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে, তোমারই ইচ্ছায় বিলুপ্ত হইবে। তুমিই একমাত্র অখিলের ঈশ্বর, শ্রুতিস্মৃতিও তোমার গুণোৎকীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। অস্থিহীনা অতিকোমলা মানব-রসনা কি প্রকারে তোমার মহিয়সী মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থিনী হইবে! মানব-মন তোমারি সৃষ্টপদার্থ, তাহারই বা ঈদৃশী শক্তি কি যে তোমার কৌশলকলাপ অনবশেষ বর্ণন করিতে পারে। যিনি যতই কেন তোমার মহিমা কীর্ত্তন করুন না, যতই কেন তোমার কৌশল বর্ণন করুননা, কেহই শ্লাঘা করিয়া এরূপ কহিতে পারিবেন না, যে আমি জগদীশ্বরের মহিমাকীর্ত্তনের চরমসীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছি; আমিই জগদীশ্বরের কৌশল বর্ণনা নিরবশেষ করিয়াছি।

বিভো! তোমার মহিমার সীমানাই, করুণার অন্তনাই, কৌশলের পার নাই। তুমি করুণার-সিন্ধু, মঙ্গলের নিকেতন, নিত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ; মঙ্গলস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, উপমারহিত একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রথম প্রবন্ধ।

বিজ্ঞান।

অবনীমণ্ডলে নানাপ্রকার বিদ্যার বিদ্যমানতা দৃষ্ট হইতেছে। কোথায় দেখিতেছি, শিল্পবিদ্যাবিৎসকল নানাপ্রকার শিল্প কৌশল-সম্পন্ন দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিয়া সাধারণের কার্য্যসৌকর্য্য এবং আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য সম্পাদন করিতেছেন; কোথায় দেখিতেছি শস্ত্রশাস্ত্রবিদ্‌বৃন্দ তীক্ষ্ণতর অস্ত্রশস্ত্রসঞ্চালন করিয়া সমরক্ষেত্রে লব্ধবিজয় হইতেছেন; কোথায় দেখিতেছি, চিকিৎসাবিদ্যাবিদ্গণ ভেষজ প্রয়োগ করিয়া অশেষ প্রকার রোগ-রুগ্ন ব্যক্তিবৃন্দের আরোগ্য সাধন করিতেছেন; কোথায় দেখিতেছি, ভূতত্ত্ববিতেরা ভূভাগ পরীক্ষা করিয়া তাহার আকৃতি প্রকৃতি শক্তিপ্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এই প্রকার বিবিধপ্রকার বিদ্যাবি-

শারদ ব্যক্তিবৃহ বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া সাধারণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছেন। এই সকলের মধ্যে কোন্ বিদ্বানের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করাযাইতে পারে ?

এরূপ অনেক শিল্পবিদ্যাবিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে তাঁহারা শিল্পবিদ্যা প্রভাবে সাধারণের অতীব প্রেমাস্পদ হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহারা কেবল কিরূপে শিল্পবিদ্যার উন্নতি হইবে, কিরূপে তাহার শাখাপ্রশাখা দৃঢ় হইবে, ঐ চিন্তায় নিয়ত ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। ক্ষণকালও ঐশিক বিষয় চিন্তা করিতেছেন না, তাঁহারা আপনাদিগের বুদ্ধিকৌশল ও শিল্পকৌশল প্রদর্শাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত। কিন্তু যিনি তাঁহাদের সেই সর্ব্বকৌশলপ্রকাশিকা-বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার অচিন্ত্য মহিমা ও অনন্তশক্তিকে হৃদয়মণ্ডপে স্থান দান করেন না। শস্ত্রশাস্ত্রবিতেরা শস্ত্রকৌশল প্রয়োগ পূর্ব্বক সমরপ্রাঙ্গনে যশের অন্বেষণ করিয়াই জীবনযাত্রা সম্বরণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের স্রষ্টার বিষয় ও বল মনোমধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিতেছেন না। চিকিৎসাবিদ্যাভিজ্ঞ-বৃন্দেরা কেবল রোগ ও তাহার নূতন নূতন অ-গধ আবিষ্কার করণে যাত্নিক রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান হই-তেছেন না। ভূতত্ত্ববিতেরা ভূতত্ত্ব নির্দ্ধারণেই ব্যস্ত রহিয়াছেন, ভূ ভূধর প্রভৃতি যাঁহার সৃষ্টপদার্থ, তাঁহার শক্তিপরিচিন্তনে ক্ষণমাত্রও মনোভিনিবেশ করেন না। সুতরাং ঈদৃশ বিজ্ঞগুলি প্রকৃত বিদ্বান্ বলিয়া বাচ্য হইতে পারেন না।

একদা দেখিলাম, একজন বিদ্বান্ অশেষ প্রকার বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সাধারণের বিলক্ষণ খ্যাতাপন্ন হইলেন। তিনি বিদ্যাবলে রাজকীয় কোন প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতি মাসে বিপুল অর্থ লাভ করিতে লাগিলেন, কত কত লোক তাঁহার তোষামোদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৃতবিদ্য তখন আপনার বিদ্যাশিক্ষা সার্থক মনে করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মহিমা চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল বিষয়ের আধিক্য সাধনে লাগিয়া পড়িলেন। এই কৃতবিদ্যকে কি আমরা প্রকৃত বিদ্বান্ বলিব!

ছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে একজন অনক্ষর মূর্খের সহিত ইহাঁকে উপমিত করিলে ইহাঁর শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হইবে। ইনি মূর্খের ন্যায় আত্মহিতাহিতবিবেক বিমূঢ় নহেন, কি উপায়ে অর্থ আহৃত হইতে পারে, কি উপায়ে সাধারণের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন, মূর্খাপেক্ষা ইনি এসকল বিষয় বিশেষরূপ বুঝিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞতাই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার পর্য্যাপ্ত ফল নহে। কেবল অর্থার্জ্জন-সমর্থ হইলেই বিদ্বান বলিয়া আদৃত হইলেই বিদ্যাশিক্ষা ফলবতী হইয়াছে বলিয়া শ্লাঘা করা প্রকৃত মূর্খের কর্ম্ম। যিনি কৃতবিদ্য হইয়া জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; জ্ঞানের রাজ্য, ঈশ্বরের মহিমা ও বিদ্যার আলোক বিস্তৃত করিয়া আপনাকে এবং প্রতিবাসী সকলকে সুখিত করেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্, তাঁহারই বিদ্যাশিক্ষাজনিতশ্রম সাফল্য সাফল্য।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

বিদ্যা।

যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া পশুপুঞ্জ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বাসনা থাকে; যদি পরমপিতা জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া নশ্বরদেহ ধারণের সার্থকতা সম্পাদনে স্পৃহা থাকে; যদি জ্ঞানের সিংহাসনে সমারূঢ় হইতে অভিলাষ থাকে: এমন কি যদি সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সুখিত করিবার মানস থাকে, তবে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করা অগ্রে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। যেমন "কামধেনু" সর্ব্বসুখ প্রদানে সমর্থিনী, কল্পতরু সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ, বিদ্যাও তাদৃশ সর্ব্বপ্রকার শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বার্থসাধিকাবিদ্যা যাহাকে আশ্রয় করেন, তিনি নীচকুলসম্ভূত হইলেও সজ্জন সমাজে সমাদৃত হয়েন। বিদ্যা রাজশক্তিসম্পন্ন নরেন্দ্র হইতেও আত্ম আশ্রিতের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। রাজা স্বরাজ্য মধ্যে-

ই অর্চ্চনার্হ বিদ্বান্ সর্ব্বত্র সমান সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্যা কুৎসিত কদাকারের উজ্জ্বলরূপ স্বরূপ, গুপ্ত এবং অবিভাজ্য ধন স্বরূপ, বিদ্যা বিদেশে, বিপদে, সুবুদ্ধি-সম্পন্ন সচীবের ন্যায়, অভিন্নহৃদয়বান্ধবের ন্যায় সুযুক্তি এবং সদুপায় প্রদর্শিকা। বিদ্যা যে দেহে অবস্থান করেন, সেই ভৌতিকদেহকে সাধারণের প্রেমাস্পদ করিয়া তুলেন। বিদ্যা সর্ব্বজনের অনুরাগ আকর্ষিকা। সুশীলতা, মনস্বিতা, সুধীরতা, ঈশ্বরপরায়ণতা, পরোপকারিতা, হিতাহিতবিবেকতাপ্রভৃতি সদ্গুণনিচয় বিদ্যাসিন্ধুসম্ভূত অমূল্যরত্ন।

সদ্বিদ্যা নশ্বর মনুজকুলের মর্ত্যতা বিনষ্ট করিয়া অমর্ত্যতা প্রদান করিয়া থাকেন। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি বিদ্বদ্বৃন্দ কোন্ দিন মানব সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদিগের যশোমুখে, নশ্বরতা বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল আমরাই তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির প্রসংশা করিয়া যাইতেছি, এরূপ নহে, যে সকল মনুষ্য আজিও জননীজঠরায় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহারাও আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের গুণোৎকীর্ত্তন করিবে। সূর্য্য কেমন পদার্থ : চন্দ্র কাহার

রশ্মিতে উজ্জ্বলিত হইয়া ভুবন ধবলিত করিতেছে; বায়ুর গতি, বিবিধ ওষধির গুণগ্রাম, পৃথিবীর আবর্ত্তন ও আকর্ষণীশক্তি প্রভৃতির সম্যক্ জ্ঞান লাভ বিদ্যার আয়ত্ত। অধিক কি বিদ্যার বিমল বিভায় হৃদয়কুটীর আলোকিত না করিলে কি ঐশিক জ্ঞান, কি সাধারণ জ্ঞান, কি আত্মহিতাহিতবিবেচনা, কিছুই লব্ধ হয় না। এই জন্যই পুরাকালীয় পণ্ডিতবর্গ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, "বিদ্যাবিহীন মনুষ্য পশু তুল্য।"

তৃতীয় প্রবন্ধ।

সত্যতা।

সত্যতা জীবনকুসুমের সৌরভবিশেষ। যে মানুষ সত্যচ্যুত, তাহার জীবন সৌরভশূন্য প্রসূনের ন্যায় অশ্রদ্ধেয়। নিষ্প্রভ শশধর, বিগলিত-দল-শতদল, এবং হতপ্রভ মণি যেমন গ্লানিজনক, সত্যহীন মানুষও তদ্রূপ শোচনীয়। যাহার সত্যতা নাই, তাহার পদার্থমাত্র নাই। যে জিহ্বা অনৃতভাষিণী, সে ভুজঙ্গিনী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী। সত্য সম্পর্ক-শূন্য সুধানিস্যন্দিনীবাণী তীব্র গ-

মলাক্তদ্রব্যের ন্যায় পরিত্যজ্য সন্দেহ নাই, সাধুজনেরা সত্যের আশ্রয় লইয়া কেমন বিশুদ্ধ সুখে জীবন যাত্রা নিঃশেষিত করেন। মিথ্যার আপাততঃমনোহারিণীমূর্ত্তি বিলোকন করিয়া মূঢ়েরাই বিমোহিত হইয়া থাকে। তাহারা মনে করে মিথ্যার আশ্রয়ে সুখিত হইবে, কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা কি? শাল্মলীমূলে জল সেচন করিয়া গোলাপের সুগন্ধের আশা করিলে কি সেই দুরাশা ফলবতী হয়? কখনই নহে। মিথ্যাবলম্বিত ব্যক্তিব্যূহ সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের সুখ লাভ করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। অসাধুজন সত্যের অনুপম-সুখে বঞ্চিত হইয়া অশেষ ক্লেশে নিপতিত হয়, তথাপি তৎপরিত্যাগ করিয়া সত্যপরায়ণ হইতে চাহে না। মিথ্যা অমঙ্গলের উৎস, সত্য শাশ্বতসুখের সদ্ম।

হে মিথ্যার দাস সকল! তোমরা একবার সত্যপরায়ণ হইয়া দেখ, তোমাদের অন্তঃকরণ কত সুস্থ ও কত প্রফুল্ল হইবে। তোমরা মিথ্যানুরোধে মিথ্যা প্ররোচনায় কতজনের অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া আত্ম-অনিষ্টের বীজ বপন করি-

তেছ, তন্নিবন্ধন সময়েং কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছ। সত্যশীল হও, তোমাদের ভীত-চিত্ত সাহসে এবং সুখ-সুধায় পরিপূর্ণ হইবে। তোমরা মিথ্যা ব্যবহার করিয়া কখনং সুখের মুখ অবলোকন করিতেছ বটে, কিন্তু তাহা নশ্বর এবং শঙ্কাসঙ্কুল। সত্যপরায়ণ হইলে তোমাদের আত্মা আর কিছুতেই শঙ্কিত হইবে না। দুঃখ কষ্ট ভয়াল ভ্রূকুটি করিয়া তোমাদের ভয় সম্বর্দ্ধনে পরিসমর্থ হইবে না। অতএব সকলে সত্যপরায়ণ হও, সত্য ব্যবহার কর। সত্য ঈশ্বরের প্রিয়। সত্যবিচ্যুত ব্যক্তি ইহলোকে লোক সকলের অপ্রিয় ও অবজ্ঞাস্পদ, পরলোকেও ঈশ্বরের কোপার্হ।

— * —

চতুর্থ প্রবন্ধ।

মিত্রতা।

দৃষ্টিশূন্য নয়ন, জীবনশূন্য দেহ, যেরূপ শোচনীয়, মিত্রশূন্য মানুষও তদপেক্ষা ন্যূন শোচনীয় নহে। মিত্র জীবনের বিশ্রামধাম। অবনীমণ্ডলে সকলেই আত্ম-সুখে প্রসন্ন ও দুঃখে বিষন্ন হইয়া থাকে; কেবল একমাত্র মিত্র মিত্রের

দুঃখে দুঃখিত সুখে সুখিত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ প্রকৃতমিত্র ইহলোকে দুর্লভ পদার্থ। যেরূপ চন্দন সকল বনে পাওয়া যায় না, যেমন সকল শুক্তিতে মুক্তা প্রাপ্তব্য নহে, তদ্রূপ অকৃত্রিম মিত্র সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

মিত্রতা উভয় মিত্রের ভিন্নং হৃদয়কে একগ্রন্থিতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। যাহার মিত্র নাই, তাহার শোকদুঃখের ঔষধ নাই। " মিত্র " এই শব্দ মিত্রের শ্রুতিরন্ধ্রে সুধাসেক করে। যেমন প্রিয়তম মিহিরের বদন বিলোকন করিয়া কমলফুল প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ মিত্রের প্রফুল্ল বদন ঈক্ষণ করিয়া মিত্রের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সন্মিত্রের সংবাস স্বর্গবাস হইতেও প্রার্থনীয়। বন্ধুর বাক্য মধুময়, উপদেশ মঙ্গলময়, দর্শন আহ্লাদময়, হৃদয় স্নেহময় করিয়া জগদীশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই মেদিনী মণ্ডলে আসঙ্গ লিপ্সাবৃত্তি যেরূপ প্রবল, এতাদৃশী আর কোন বৃত্তি নহে। অতএব তাহাকে চরিতার্থ করিতে সকলেরই বাসনা। কোন ব্যক্তির সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে আসঙ্গ লিপ্সা উপস্থিত হইয়া থাকে, এই আসঙ্গ

লিপ্সাই প্রণয়ের মূলীভূত কারণ। কিন্তু উভয় ব্যক্তি সমান না হইলে প্রণয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যেমন জ্ঞানীর সঙ্গে মূর্খের সম্মিলন হয়না, যথা কথঞ্চিৎ হইলেও তাহার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহাকে যথার্থ বন্ধুত্ব বলিয়া স্বীকার করি না। বস্তুতঃ সে প্রণয় প্রণয়ই নয়। উক্তরূপ মনুষ্যের মনে বৃত্তি এক রূপ না হইয়া পৃথগ্বৃত্তি অবলম্বন করিলে তখনই প্রণয় ভঞ্জন হইয়া যায়। বাস্তবিক সংস্বভাব লোকের সঙ্গে সংস্বভাব লোকের প্রণয় হইলে সে প্রণয় ভঞ্জনের সম্ভাবনা থাকে না, কারণ তাঁহারা কুবৃত্তিত্যাগ করিয়া সদ্বৃত্তি অবলম্বন করেন। কোন ব্যক্তি সদ্বৃত্তিত্যাগ করিয়া কুবৃত্তি গ্রহণ করেন না। অতএব আমাদের উচিত যে সংস্বভাব লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। যে হেতু বন্ধু বিহীন সংসার একটি অরণ্যমাত্র। ও বন্ধু বিহীন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় শূন্য দেহ তুল্য। যখন আমরা বন্ধু শব্দ শ্রবণ করি তখন আমারদিগের নেত্র দ্বয় আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে। বন্ধুর বাক্য যেরূপ সুমধুর জ্ঞান হয়, বন্ধুর রূপও তদ্রূপ মনোহর জ্ঞান হয়। "যস্য মিত্রেণ সংলাপো

যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ, যস্য মিত্রেণ সংদৃষ্টি স্ততো নাস্তীহ পুণ্যবান্।" যাঁহার মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়, যাঁহার মিত্রের সহিত বাস হয় যাঁহার মিত্রের সহিত দর্শন হয়, এই সংসারে তাহা হইতে আর পুণ্যবান্ নাই। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারেবন্ধু প্রাপ্ত হওয়া যদ্যপি সুকঠিনহয় তথাপি আমরা একাংশে সাম্য দেখিয়া বন্ধুত্ব স্বীকার করি। অর্থাৎ কেবল আমার জ্ঞানের সহিত যাহার জ্ঞানের সমতা হয় অথবা আমার মনের ভাবের সহিত যাহার মনের ভাবের সমতা হয় তাহারই সহিত বন্ধুতা করি।

পঞ্চম প্রবন্ধ।

ঋতুবর্ণনা।

হেমন্ত।

জগৎপিতা জগদীশ্বর এইবিচিত্র সংসার সৃষ্ট করিয়া ঋতু পরিবর্ত্তনদ্বারা, জীবসমূহকে যে কি-পর্য্যন্ত সুখী করিয়াছেন, তাহা বাক্যাতীত এবং বোধকরি এজগন্মণ্ডলমধ্যে যত পরমাণু আছে, ঐসকল পরমাণুকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গণনা করিতে পারিলেও, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র মহিমা

প্রকাশ করায়ায় না। যদ্দ্বারা অস্মদাদির এতাদৃশ সুখ হইতেছে তদ্বিষয় জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বাদশমাসে একবৎসর। ঐ দ্বাদশমাসের দুইদুইমাসে একঋতু, তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ পৌষ এই দুইমাসেকে হেমন্ত বলে। কিআশ্চর্য্য খরতর দিনকর কিরণে কমলকুল ভিন্ন কোনকুল ব্যাকুল নাহইয়াযায়না। কিন্তু এইকালে সেই করনিরন্তর সর্ব্বজনের সুখকর হইয়া উঠে। যে অনল দর্শনে জনগণ দহন ভয়ে নিকটবর্ত্তী হয় না এইকালে সেই কৃশানু জনের তনুর কি পর্য্যন্ত সুখানুভব না করান। অসীম মহিম হিম ঋতুতে মহামহিম জন সমূহ ক্ষৌমবস্ত্রাদি ভূষণে কিপর্য্যন্ত সুখী ও শোভাসম্পন্নহন। তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে ব্যক্তিগণের বাক্যহীন হওয়ার সম্ভব বটে। এবং এই ঋতুসমাগমে সৎসমূহের শরীরে স্বাস্থ্য বিধান করে ও সকল শস্য পরিপক্ক হইয়া জনসমূহের বার্ষিক আহারের সংস্থান করে। অতএব হে জগৎপিতা জগদীশ্বর! তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা কে প্রকাশ করিতে পারে!

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

শিশির।

শিশির ঋতুর প্রারম্ভে দূর্ব্বারাশি কি মনোহর রূপ ধারণকরে। মুক্তাকলাপ সদৃশ শিশির বিন্দু মস্তকোপরি শোভমান দেখিয়া কোন্ব্যক্তি পরমপিতা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সত্ত্বাউপলাভ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত না হন। যেকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিশির পতিতহয়, তাহাকে শিশির ঋতু কহে। মাঘের প্রারম্ভাবধি ফাল্গুণ মাসের শেষপর্য্যন্ত ঐ কার্য্য বলবদ্রূপে প্রতীয়মান হওয়াতে ঐ কালই শিশির ঋতুবলিয়া পরিগণিত। জগদীশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। যে মর্ত্ত্যলোক গ্রীষ্মকালে মার্ত্তণ্ডীয় কিরণে সন্তাপিত ছিল, যে মর্ত্ত্যলোকে জনগণ নলিনীদল-শয্যোপরি সুষপ্ত হইয়াও কালপ্রভাবে ক্লেশ বোধ করিত, যে মর্ত্ত্যলোকে সিংহ হস্তী প্রভৃতির পরস্পর খাদ্যখাদক সম্বন্ধ থাকাতেও তজ্জনিত ক্লেশে নিঃসম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই মর্ত্ত্যলোক এইক্ষণ তাহারই বিপরীত গুণ ধারণ করিল। এইকালে অশোক কিংশুক প্রভৃতি ব-

হুবিধ প্রসুনচয় প্রস্ফুটিত হইয়া উপবন সকল সুশোভিত করে। বৃক্ষসমূহের স্নিগ্ধতা বিনষ্ট হইয়াযায়, এমনকি বনস্পতি প্রভৃতি ও নিষ্পত্রাবস্থ হয়। দেখিলে উদ্ভিদ্ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়না। জগদীশ্বরের সাধ্যাতীত কিছুই নাই। ভবিষ্যতে এতদ্দ্বারা জনগণের সমধিক আহ্লাদ হইবে এবং ইহারাও ক্ষুণ্ণপত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন মুকুল ইত্যাদির দ্বারা উদ্যানের যথোচিত শোভা সম্পাদন করিবেক, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর ইহাদিগের সুখ ভাবিন্যবস্থা নিযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং এইঋতু সহকারে প্রচণ্ডীয় সূর্য্য কিরণে বাপীহ্রদ্ ও অন্যান্য জলাধার সমূহ শুষ্ক এবং পুনর্ব্বার অন্য ঋতু সহকারে বারিপূর্ণ সন্দর্শন করিয়া মনুজমণ্ডলীর কিপর্য্যন্ত সুখ অনুভব নাহয়, তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনাতেই বুদ্ধির গোচর হইতে পারে। এইকালে শস্য ক্ষেত্র নানাবিধ শস্য পূর্ণ ও ঐ শস্যের মধ্যে যে বহুবিধ কীট পতঙ্গাদি ও পশু পক্ষীরা ক্রীড়াকরে তাহা সন্দর্শন করিযা জীবসমূহ যে কিপর্য্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেতাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বর এবম্প্রকার নানাবিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রদান করিয়া যে কিপর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লিপিদ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য।

সপ্তম প্রবন্ধ।

বসন্ত।

চৈত্র বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। বসন্তের প্রারম্ভে দুরবগাহশীতঋতুজ ক্লেশ সমূহ দূরীকৃত হইয়া যায়। হিমালয় প্রবাহিত শীতানিল-বাহিত হইয়া, জল আর তাদৃশ দুষ্প্রবেশ্য করিয়া রাখেনা এবং তপনোপেত্তা ও স্পৃহা থাকে না। আহা! কি সুখকর সময় উপস্থিত! সকল বিষয়েরই সাম্যহইল। এই কাল নাতিশীত হইয়া দিগ দিগন্তহইতে সুখকর বায়ু সমানয়ন পূর্ব্বক মনুষ্যগণের সুখবিতরণে উন্মুখ হইল। অনিলযেন বন্ধুর সহিত সমাগম ও সন্দর্শনার্থে নানা সুগন্ধি সমাহরণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া আহ্লাদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন বসন্ত

ঋতুর শীতলতা সম্পাদনার্থে জলধির বিমল নীরে দেহ নিমজ্জন করত একাসনে সমাকীর্ণ হইল। ভগবান্ সূর্য্যদেবও পূর্ব্বভাবাপেক্ষা তেজস্বী হইতে লাগিলেন যে মর্ত্যলোকে এক সময়ে বৃক্ষ ইত্যাদিকে সন্দর্শন করিলে এই ভাবনা উপস্থিত হইত যে ইহার নবপল্লব কোথায় ও সুগন্ধি বিশিষ্ট পুষ্পই বা কোথায়। ফলতঃ তাহাদিগকে বৃক্ষ বলিয়া কোন রূপেই অনুমান করা যাইত না। যে মর্ত্য লোকে জীব সমূহ বারিকে হলাহলবৎ ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিত, যে মর্ত্যলোকে প্রফুল্ল সুবিমল কমল অদর্শনে অলিগণ বন-প্রবিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ মাধবী পুষ্পে দুঃখে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এক্ষণ সর্ব্বসুখকর ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে, সেই সমস্ত অসুখকর বিষয়ের তিরোধান হইল। বৃক্ষলতা সকল সুরভি-যুক্ত-পুষ্পচয়-সুশোভিত হইল। মনুষ্য ও অন্যান্য জীব সমুহ সুদৃশ্য মনোহর শ্রীধারণ করিল, যে কমল বিরহে অলিকুল ব্যাকুল হইয়া মাধবী বনে প্রবেশ করিয়াছিল। এতৎ সমাগমে তাহারা মনের আনন্দে আনন্দিত হইয়া, কমলবনে গুণ গুণ স্বরে মধু পান

করিতে লাগিল। আহা! বসন্তকাল কি সুখের কাল! এই কালের সমাগমে কমলবন বিকসিত হইল, চূত কলিকা অঙ্কুরিত হইল, মলয় মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোল আসিতে লাগিল, কোকিলগণ সহকারশাখায় উপবেশন পুরঃসর সুস্বরে কুহু কুহু রব করিতে আরম্ভ করিল। অশোক কিংশুক ও অন্যান্য প্রসূনচয় প্রস্ফুটিত হইল, বকুল মুকুল উদ্গত হইতে লাগিল, ভ্রমরের গুণ গুণ ঝংকারে চতুর্দ্দিক গীতিপূর্ণ নাট্যশালার ন্যায় করিতে লাগিল। তরুলতা শ্রেণী হইতে সুরভি আসিতে লাগিল। ইতস্তত অবলোকন করিয়া ভূমণ্ডলস্থ জীবসমস্ত পরমানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, শশিদর্শনে কুমুদবন আহ্লাদে প্রকাশিত হইল, এবং পতঙ্গদেবের সন্দর্শনে কমলকুল আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিল। মারুত হিল্লোলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, স্বীয় স্বীয় স্বামিমুখ সন্দর্শনে হাস্য করিয়া মস্তক সঙ্কেতদ্বারা আহ্বান করিতে লাগিল। অতএব বসন্তাগমে জনগণ উপবেশনে, শয়নে, গমনে,

ভোজনে, দর্শনে সকল বিষয়েই সম্যক্‌রূপ সুখ-সংভোগ করিতে থাকে।

অষ্টম প্রবন্ধ।

গ্রীষ্ম।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই দুই মাসকে গ্রীষ্ম ঋতু কহে। গ্রীষ্মের কি অনির্বচনীয় শক্তি! দেখ একি নিদারুণ সময়! ঐ তপন উদিত হইতেছে, ঐ পূর্ব্বদিগ আরক্ত বর্ণ হইল, ভয়ানক অগ্নির মত দৃষ্ট হইতেছে, দুইপ্রহরের সময় আমাদিগকে বিশেষরূপ দহন করিতে আসিবে। এই ভয়ে সমস্ত প্রাণীর হৃৎকম্প উপস্থিত! দেখিতে দেখিতে অংশুমালী মস্তক উপরি আরূঢ় হইল, ফলতঃ ভাস্কর যেন তখন স্বকীয় তপন নাম অর্থ করিবার নিমিত্তই যত্নবান হইলেন। তখন আর সুখসেব্য কিছুই রহিল না, পৃথিবীস্থ সমস্ত বায়ু রাশি প্রতপ্ত হইয়া দেহিগণের ক্লেশকর হইয়া উঠিল। সরোবর হ্রদ নদী পুষ্করিণী প্রভৃতির কথা আর অধিক কি বলিব। গাম্ভীর্য্য শালী সমুদ্র

গম্ভীরতা পরিত্যাগ করিয়া বিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সময় মনুষ্যগণের কি অনির্বচনীয় দশা উপস্থিত! কেহ অট্টালিকায় কেহ বা বৃক্ষচ্ছায়ায় অবস্থিতি করিতেছে। বোধ হইল যেন জগৎ নিস্তব্ধ, পৃথিবী নির্জীব ও বায়ু নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। তরুলতা নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত। মধ্যেং চাতকের কাতর ধ্বনি শ্রুত হওয়া যায়। আহা! কাননের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে কি অপূর্ব্ব ভাব নিরীক্ষিত হয়। মৃগগণ শুষ্ক কণ্ঠ হইল, ঐ চমরীগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া বারি অন্বেষণ করিতে লাগিল, ঐ ব্যাঘ্রগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক জিহ্বা বহির্গত করিতে লাগিল। ঐ মহিষকুল নদীনীরে নিমগ্ন হইতে লাগিল, ঐ করভগণ পিপাসায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। ঐ বিহঙ্গগণ উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উড্ডীয়মান হইল। ঐ বানর ও ভল্লুকগণ মলিন মুখে বসিয়া রহিল। ঐ সিংহাদি শ্বাপদ জন্তুরা হস্তী প্রভৃতি ভক্ষণীয় জন্তুর সহিত একত্র উপবেশন করিল। কি আশ্চর্য্য! গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে সকলেই আহার বিহার পরিত্যাগ করিয়া নিরানন্দ

হইল। ও তাহাদিগের নীরস শব্দে অরণ্যানী আকুল হইয়া উঠিল, এবং তত্রস্থ বৃক্ষ সমস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। বিশ্ব নিয়ন্তার কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা! সমৃদ্ধগণ এই সময়ে বকুল কামিনী প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পাচয় মণ্ডিত দুগ্ধফেন সন্নিভ শয্যোপরি শয়ান হইয়া শীতল তালবৃক্ষ পত্রদ্বারা ব্যজন করিয়াও সুস্থ হইতে পারিতেছে না, অথচ অবনী মণ্ডলের ঐ সকল সুখ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া মহাআনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। সেই সেই অরণ্যবাসী পশুপক্ষি সমূহ ঐ মার্ত্তণ্ডীয় প্রচণ্ড কিরণে সন্তাপিত হইয়া যমুনা পুলিনে অবস্থান পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়া যে প্রকার সুখানুভব করিতে লাগিল তাহা স্মরণ করিলেও আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইতে হয়, পরন্তু তাহারা ঐ তপনের তাপে তাপিত হওয়ার আশঙ্কায় মহীরুহ ছায়ায় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকে তাহা সন্দর্শন করিয়া তদালোচনা করিলে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত আর্দ্র হইয়া অবনীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন না করে। এবং ঐ বিপিন বাসি পক্ষিগণ দিনমণি অস্ত

যাইবার অনতি কাল পূর্ব্বে নিজ নিজ নীড় হ-ইতে এক দলবদ্ধ হইয়া একেবারে গগন মার্গে উড্ডীয়মান হইয়া আহার অন্বেষণে গমন করিতেছে, বিহঙ্গম মধ্যে নীল পীত লোহিত শ্বেত বিবিধ প্রকার বর্ণ যুক্ত পক্ষি সকল শ্রেণী বদ্ধ হওয়াতে বোধ হয় যেন পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে সুখ প্রদান মানসে খগম গুলে বিবিধরূপ পুষ্পদ্বারা পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পক্ষিগণের সুমধুর কলরব শ্রবণ ও সুশোভিত পক্ষ সকল দৃষ্টি করিয়া শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিরও অন্তঃকরণে অনুপম আনন্দের উদয় হয়। আহা! জগদীশ্বরের এই সকল অনির্ব্বচনীয় মহিমা কোন ব্যক্তি বর্ণন করিতে সাধ্য রহিত না হয়েন। এই গ্রীষ্মকালে আম্র খর্জ্জুর কণ্টকী ও অন্যান্য নানা বিধ ফল সুপক্ক হইয়া থাকে, তাহা ভক্ষণ করিয়া জীব সকল যে কি পর্য্যন্ত সুখাস্বাদন করে তাহা বাক্যাতীত।

নবম প্রবন্ধ।

বর্ষা।

শ্রাবণ ভাদ্র এই দুই মাসকে বর্ষা ঋতু বলে। এইকালে ঘনঘটার মুষলধারায় অবনীমণ্ডল সতত সিক্ত হইয়া অপূর্ব্বরূপ ধারণ করে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদায়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কেতকী ও কামিনী প্রভৃতি পুষ্পগণের সৌরভে দশদিগ্ আমোদিত হয়, চাতক ইত্যাদি পক্ষী বিশেষের কর্কশ ধ্বনিতেও ভাবুকের কর্ণ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। আহা! এই সময়ের নিশীথ কাল ভাবুক জনগণের কি সুখ কর, যখন গভীর শব্দে চতুর্দ্দিগে বৃষ্টি হইতে থাকে তখন প্রাণাধিক মিত্রের সহিত সদালোচনা যে কি সুখকরী, তাহা ব্যক্ত করাই বাহুল্য। এই সময়ে প্রায় সকল বিষয়েরই মান্দ্য বিহিত হইল, কেবল নদী সকল বিস্তীর্ণা হইয়া অহিত কারিণী হইল। যেহেতু পরিপূর্ণ নীরে জগদ্ব্যাসমান হওয়াতে জলীয় পরমাণু সকল দূষিত হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ সাম্বৎসরিক দুর্ম্মল হরণ করিয়া আমাদের সুখের নিমিত্তেই জলীয়

পরমাণু ঈদৃশ হইয়া উঠিল। আর জলধি বিমল বারি পূর্ণ সন্দর্শন করিয়াও মারুত হিল্লোলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত দেখিয়া আহ্লাদ অনুভব হইতে লাগিল। পরন্তু বারি যৎকালে তীরাবলম্বন করে তৎকালে বোধ হয় যেন বর্ষা ঋতু সহকারে অবনীমণ্ডলে কিরূপ শ্রীধারণ করিল তাহা সন্দর্শন করিবার মানসে বেলা আলিঙ্গন করিতেছে। এইকালে গগনমার্গ নিরীক্ষণ করত মেঘমালা দর্শন করিয়া ও তাহাদের ভয়ানক রব শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদিগের গাত্র ঘর্ষণে সৌদামিনী নির্গত হইয়া থাকে, ইহা চক্ষুর্গোচর করিয়া, আর মেঘ সমূহের নানাবিধ বর্ণ সন্দর্শন করিয়া মনুজগুলী যে পর্য্যন্ত সুখ সম্ভোগ করে তাহা বিবেচনা করিলেও সুখ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। জলধর জলপ্রদান করত শস্য নিকর উন্নত করিয়া মনুষ্য সমূহের সুখ বিতরণ করে। আহা! মন্দ মন্দ বারি বর্ষণে কেকী কুলের কেকারব শ্রবণে এবং মন্দ মন্দ নৃত্য দর্শনে বোধ হইতেছে যেন, গগনমণ্ডল পক্ষমণ্ডলের বিচিত্র মণ্ডল দ্বারা গাত্র মণ্ডলে শোভাধারণ করিতেছে। এবং মেঘ

সৌদামিনী গগনে নানাবিধ তৈজস পদার্থের তুল্যতা করার মানসে পক্ষগত বিশ্বের তৈজসিক শক্তির প্রাদুর্ভাব প্রকাশ করিতেছে। এবং চন্দ্র সূর্য্য সমীপগত জলরাশিতে তত্তজ্জাত কিরণপতনে বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল চতুষ্পার্শ্বে উত্তম লোহিতাদি বর্ণের দ্বারা পরিধি ধারণ করিয়াছেন। জলধর নীর পতনে ভূধরস্থ গৌরিক সকল গলিত হইয়া থাকে। তমস্বিনী আগমনে তাহা হরিত লোহিত কৃষ্ণ পীত বহুবিধ বর্ণ ধারণ করায় বোধ হয় যেন জগদীশ্বর মনুজ সমূহের সুখোৎপত্তির নিমিত্তে নানাবর্ণ যুক্ত দীপমালা প্রদান করিয়া সুশোভন করিয়াছেন।

দশম প্রবন্ধ।

শরৎ।

আশ্বিন কার্ত্তিক এই দুই মাসকে শরৎ ঋতু কহে। শরৎ ঋতুর কি মনোহারি মূর্ত্তি। চতুর্দ্দিগ প্রকাশিত, নির্ম্মেঘ ও সুশোভিত। গগনে সিতাংশু শশধর অত্যাশ্চর্য্য পরম রমণীয় চন্দ্রিকা নিকর বিস্তারিত করিয়া জনগণে অনুপম আ-

হ্লাদ বিতরণ করিতেছে। বিকসিত ইন্দীবর হ্রদ সরোবর ইত্যাদিতে প্রস্ফুটিত হইয়া পদ্মিনীর প্রতি উপহাস করিতে লাগিল। গ্রাম সীমায় রমণীয় তরুশ্রেণী ফলভরে অবনত হইল। কাশকুসুম সুগন্ধে দিগ্বলয় আমোদিত হইল। পানীয় যথার্থই পানীয় হইয়া উঠিল। বারিধি ও স্রোতস্বতী প্রভৃতির সুনির্ম্মল বারি রাশিতে চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় শোভা সমুপস্থিত করিল। অহো! ঘনঘটার নিস্বন কোথায় রহিল! ঘনাভাব নিবন্ধন দিঙ্মণ্ডল যেন আকাশমণ্ডল বিস্ফারিত লোচনে সহর্ষ জনবৎ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। অতুল বিভবশালি-বিধুমুখ জন সমূহের চক্ষু মধ্যস্থ তারকারূপে পরিগণিত হইয়া বিশেষরূপে শোভা বর্দ্ধন করিল। অহো! যৎকালে সন্ধ্যা উপস্থিত, তৎকাল জাত মারুত হিল্লোলে বিটপীর শাখা প্রশাখা সকল দোলায় মান হইতে লাগিল। দিবাভাগে আতপে তাপিত হইয়া যে সকল তমোরাজ রাজাধিরাজ হিমালয় ও অন্যান্য গিরিরাজের গহ্বরে বিলীন হইয়াছিল, সংপ্রতি তাহারা শক্র

বিনাশের উত্তম সময় প্রাপ্ত হইয়া আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগবান হইল। সূর্য্য-বিরহানল প্রতপ্তা রাত্রি যেন মলিন বসনে অভিভূতা হইল। নক্ষত্র মালা অন্ধকার পাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুতরাং শ্বেতবর্ণ টোপরে ভূষিত অত্যুচ্চ হিমালয় গিরি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। চন্দ্রমা উদয় হওয়াতে তিমিরবিনষ্ট হইয়াগেল। কুমুদিনী প্রকাশিত হইল, এলাচী নবঙ্গ, কামিনী, চম্পক, মল্লিকা, মালতী, যুথী, সেউতী, প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সকল কুসুমিত, পল্লবিত ও ফলভরে অবনত হইতে লাগিল। এবং সুরভি আসিয়া দশদিগ আমোদিত করিতে আরম্ভ করিল। মধুকর ঝংকার করিয়া একপুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধুপান করিতে লাগিল। দেখ মানব মণ্ডলী প্রহর্ষ প্রকাশার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণকরিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিগে জ্যোৎস্নারাত্রি, মধ্যে মধ্যে তরুছায়ায় বিভূষিত হইয়া (যেন কোন বিলাসী শুক্লবস্ত্র পরিধান সময়ে স্ববন্ধুজনদ্বারা সুশোভিত হইয়া) আশ্চর্য্য শোভা পাইতে লাগিল। কেহবা প্রাসাদ শেখরে কেহবা

পথসন্নিধানে, কেহবা শস্যক্ষেত্র-সন্নিকটে, কেহবা বিশাল অটবীপার্শ্বে কেহবা নিম্নগার অদূরবর্ত্তী স্থানে কেহবা বিষম জলধি নীরে অবস্থিত হইয়া ঐ অমৃতময় নিশানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। হে জগতপতে তুমিই ধন্য! যদি তুমি পৃথিবীর গতির বিষয়ে এই আশ্চর্য্য বিধান না করিতা তাহা হইলে ইত্যাদি সমুদয় সুখে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইত। আমরা কি মূঢ়! এরূপ সর্ব্বশক্তিমান অবনীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হওয়া দূরে থাকুক একবার তাঁহাকে আমরা স্মরণও করি না।

একাদশ প্রবন্ধ।

রিপুবর্ণনা।

কাম।

আমরা এই সংসারে নানারূপ সুখ ভোগে সমর্থ হইব এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর অস্মদাদিকে কয়েকটী সুমহান্, কর্ম্মদক্ষ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু উহারাশক্রুরমত আচরণ করিয়া কখন কখন লোকদিগকে মহা বিপদে পাতিত করে এই

নিমিত্ত ইহারা রিপুনামে বাচ্য হইয়াছে। রিপু ছয় প্রকার; কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। প্রথম কাম—যে রিপু দ্বারা আমাদিগের বংশরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম কাম। ইহার অতি আশ্চর্য্য প্রভাব। এতদ্দ্বারা প্রাণিগণের ক্ষয় হয় না। জীব প্রভাবে সদাই ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ থাকে। অপত্যস্নেহপ্রভৃতি কয়েকটী সুখজনক ব্যাপার ইহার অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহা অসতের সন্নিধানে অসৎ হইয়া রহিয়াছে। অসৎলোকেরা ইহার বশীভূত হইয়া কত যে অনিষ্টাচরণ করে, তাহা এতদ্দেশীয় জনগণের অবিদিত নাই। অতএব সকলেরি জিত-কাম হওয়া উচিত। আমাদিগের শরীরে সকল রিপুই বর্ত্তমান আছে বটে। কিন্তু বিষয়াভাবে কখন কোন রিপু প্রবল হয় না। দেখ ক্রোধ অপকারী ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তির উপর উদ্রিক্ত হয় না। যদি বিষয় বিশেষে সেই রিপু প্রবল হয়, তবে তাহাকে অধীনে রাখাও বড় সুকঠিন। হে সাধুগণ! সদা সতর্ক থাকিবে। যে মোহান্ধ ব্যক্তিগণ কামের প্রখর প্রহরণ প্রভাবে সতত বিবেচনা শূন্য হইয়া

সংসারের সুখস্বরূপ দম্পতীস্নেহ, সভ্যতা, সাধুতা ও পরমপিতৃ পরমেশ্বরের প্রীতিতে জলাঞ্জলী দেয়। তাহাকে লোকে কত পাপিষ্ঠ কত অসাধু কত মূঢ় ও কত হেয় জ্ঞান করে। এমন কি তাহারা হিত কথা বলিলে সাধু লোকের অপমান হয়। অতএব ক্ষণভঙ্গুর সুখে সুখ বিবেচনা করিবে না। কিন্তু কাম রিপু একবারে পরিত্যাগ করা জীব-সমূহের নিতান্ত অকর্ত্তব্য, ও জগদীশ্বরের নিতান্ত অনভিপ্রেত। যেহেতু তাহা হইলে জনাকীর্ণ অসাধারণ সংসার একবারে নির্জন হইয়া যায় ইহাকারণ যে সমস্ত মনুষ্য সর্ব্বক্ষণ সরলান্তঃকরণে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বরের সুনিয়ম প্রতিপালন করত সর্ব্বস্থলে সুখী হইতেছে ও সর্ব্বদা তাঁহার গুণানুবাদে রত আছে ও যেসমস্ত পশু বন সঞ্চরণ পুরঃসর বিবিধ রবে জগদীশ্বরের বিশেষ গুণানুবাদের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে ও স্বসীমন্তিনী সমভিব্যাহারে বিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে সংসারসম্বরণ করিতেছে, সুতরাং তাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও জগদীশ্বরের সৃষ্টির অন্যথা হইতে পারে না। অতএব ন্যায়ানুসারে কাম রিপু চালনা করা জগদীশ্বরের

নিতান্ত অভিপ্রায় ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু কাম রিপুর বশীভূত হওয়া অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। যেহেতু মূঢ়লোকেরা ঐ রিপুর বশীভূত হইয়াও তাহা অনিয়মে চালনা করিয়া কত শতরূপ দুঃখ দহনে দগ্ধীভূত হয়।

দ্বাদশ প্রবন্ধ।

ক্রোধ।

ক্রোধ এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। যদ্দারা আমাদিগের প্রতিহিংসাদি কার্য্য ও শত্রু নিবারণাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে ক্রোধ রিপু বলে। ক্রোধের স্থান হৃদয়, ক্রোধের আবির্ভাবে লোকের হিতাহিতবিবেচনা কিছুই থাকে না। ক্রোধিব্যক্তির হৃদয় স্ফীত ও কম্পিত, চক্ষুঃ সঙ্কুচিত ও জবাকুসুমবৎ লোহিত বর্ণ, এবং বারি প্রবাহে পরিপূর্ণ। ওষ্ঠ দ্বয় কম্পিত, দন্ত ঘর্ষিত, হস্ত পদাদি সহসা চঞ্চলিত হয়। "অন্ধীকরোমি ভুবনং বধিরী করোমি ধীরং সচেতনমচেতনং করোমি" আমি এই জগৎকে অন্ধ এবং বধির করিব, ধীর এবং সচেতনকে অচেতন করিব, ক্রোধ

এইরূপ অহংকার করে ও লোক সকলকে অন্ধীভূত করে। অতএব ইহাকে ন্যায়পরতাবুদ্ধিবৃত্তিপ্রভৃতির অধীন করিয়া পরিচালনা না করিলে যে, লোকের কত কত বিঘ্নোপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার প্রাদুর্ভাবে কত কত লোক আত্মঘাতী হইতেছে, কত কত লোক এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। যখন নবাব সেরাজ উদ্দৌলা কলিকাতায় ইংরাজদিগকে ভয়ানকরূপে হত্যা করেন তখন ইনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াছিলেন। যখন মারহাট্টার রাজা বঙ্গদেশ উৎসন্ন করেন তখন তিনিও ঐ রিপুর বশীভূত হইয়াছিলেন। দিল্লীর কোন সম্রাট উহারই বশীভূত হইয়া স্বপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। অতএব এমন দুষ্ট রিপুর বশীভূত হওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। জ্ঞানের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা করিলে ইহাকে অনায়াসে বশীকৃত করা যাইতে পারে, কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভৃত্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমার ক্রোধ না হইত তবে তোমাকে প্রহার করিতাম"। ইহার তাৎপর্য্য এই তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ ছিল, এবং সেই ক্রোধের শমতা

করিতে অভ্যাস করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ছি-লেন যে আমার ক্রোধ হইলে আমি সমুদয় কর্ম্মে নিরস্ত থাকিব। যেহেতু তৎকালে মোহান্ধ হইয়া কি গর্হিত কার্য্য করি, তাহা নিশ্চিত নাই। কোন প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন, "ক্রোধ সকলের উপরেই করা যাইতে পারে, তবে ক্রোধের উ-পর ক্রোধ না জন্মে কেন?" কিন্তু ক্রোধকে এক-বারে ত্যাগ করা উচিত নয়। যেহেতু ন্যায়ানুসারে চালনা করিলে তদ্দ্বারা কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক তাহাকে বশীভূত করিয়া কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ প্রবন্ধ।

লোভ।

তৃতীয় রিপুর নাম লোভ। আহা! লোভের কি বিজাতীয় শক্তি! ইহার প্রতাপে সকল রিপুই অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। দেখ লোভের আগমনে কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুর্জ্জয় রিপু সকল পরাজিত হয়। ইহার প্রাবল্যবশাৎ পরিবারের প্রতি স্নেহ বন্ধু-বর্গের প্রতি স্নেহ সোদর প্রতি স্নেহ, মানের প্রতি

স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশে গমন করিতে হয়। দেখ ইদানীন্তন রাজা ইংরেজরা লোভ রিপুর বশীভূত হইয়া কত কত রাজ্যাধিকারীর রাজ্য হরণ পুরঃসর আপন আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন। ইহারা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়াই স্বীয় দেশ, পরিবার ও প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া অপার সমুদ্র দিয়া যাতায়াত করত অর্থাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। এইরূপ কত শত লোক অর্থের জন্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল করত যাত্রা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এবং ধনাঢ্যদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া চাটুবচন প্রয়োগ করে। ধনাঢ্যদিগের নিকটে চাটুবচন বলিয়া ধনাঢ্যকে প্রীত করত কিঞ্চিদর্থ উপার্জ্জন করিবে এই অভিপ্রায়েই তাহারা এতাদৃশ নিকৃষ্টকর্ম্ম করিয়াথাকে। লোভের প্রাদুর্ভাবে একপ একটি ব্যক্তি সন্দর্শন করা যায় না যে আশার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা জন্মাইতে সাধ্যবান্ হইয়াছে। "দেখ নিস্বোবষ্টি শতং শতী দশ শতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ, লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ। চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি র্ব্রাহ্ম্যাস্পদং বাঞ্ছতি, ব্র-

ষ্ণাবিষ্ণু পদং পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ॥"
দরিদ্রের শত মুদ্রা বাসনা, শত মুদ্রা বিভব শালীর সহস্র মুদ্রার প্রতি স্পৃহা, সহস্র হইলে লক্ষের প্রতি বাসনা, লক্ষপতিদিগের রাজ্যাধিকারে বাসনা, ক্ষিতিপতিদিগের চক্রের রাজত্ব লিপ্সা, চক্রপতিদিগের ইন্দ্রত্ব পদের ইচ্ছা, সুরপতির ব্রহ্মত্বপদের মনোরথ, ব্রহ্মত্ব হইলে বিষ্ণুত্ব পদের অভিলাষ; এইরূপে পরম্পরা আশার অবধি পাওয়া যায় না। কিন্তু লোভের বশীভূত হইলে শুভময়ী সংসার যাত্রা অশুভময়ীরূপে পর্য্যবসিত হয়। আহা! এতাদৃশ অনর্থকর রিপু আর কাহাকেও দর্শন করা যায় না। অতএব লোভের বশীভূত হওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু এই বলিয়া লোভ রিপুকে নিন্দা করা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু জগদীশ্বর তাহাকে আমাদিগের উপকার ভিন্ন অপকারের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। কেবল জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত তাহাকে বশীভূত করার সাধ্য রহিত হইলে নানা বিধ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। অতএব অন্যায় লোভকে

বশীভূত হইত তাহাকে ন্যায় পরতার সহিত পরিচালনা করা বিধেয় এবং যুক্তি সিদ্ধ।

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ।

মোহ।

চেতনা শূন্য হইয়া স্বস্ব বৃত্তির অলসতা সম্পাদন হইলে পণ্ডিতেরা মোহ সমুদিত হইল এমত বর্ণনা করেন। মোহ দুই প্রকার, এক জ্ঞানাপন্ন থাকিয়া কার্য্য বিড়ম্বন জন্য হঠাৎ সর্ব্ববিষয় নিরুৎসুক হওয়া, আর শয়নাদি ক্রিয়াজনিত অলসতা। শেষমত সর্ব্বগ্রাহ্য না হইলেও মোহের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমরা এই দুইয়ের বিষয় যুগপদ্বিবেচনা করিব। প্রথমতঃ মোহ নিতান্ত অহিতকর, ইহা মানসিক সমুদায় বৃত্তি প্রচালনে অশক্ত করে। অনিয়মিতরূপে পরিশ্রম, কার্য্য ব্যাপকতা ইত্যাদি দোষে বায়ু বর্দ্ধিত হইলে লোককে হতচেতন করে। অজ্ঞান হইলে তাহার যে দুরবস্থা ঘটে, তাহা বর্ণন বাহুল্য। এই দোষ নিরাকরণে লোককে প্রত্যুৎপন্নমতি হইতে হয়। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি হই-

লেই সকল বিষয়ের অপহার হয় না। উপরোক্ত সমুদায় দোষ মোহদ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। অন্যান্য রিপু যেমন নানাস্থলে কার্য্যকারী হইয়া সুখদ হয়, নিশ্চেষ্টতা ব্যতীত ইহার তাদৃশ কোন উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তজ্জন্য জগদীশ্বরে দোষার্পণ করা অযৌক্তিক; যেহেতু নিয়ম লঙ্ঘন জন্য ফল অনুমোদনীয়। যদি অধিক পরিমাণে ভোজন জন্য ক্লেশ বিধান উচিত হইয়া থাকে, যদি অনশনে শরীর ক্লিষ্ট করিলে দেহভঙ্গ বিধানউচিত হইয়া থাকে, তবে ইহাও স্বীকার্য্য। অনিয়মিতরূপে নিদ্রা অত্যন্ত অহিতকর, পণ্ডিতেরা চিরনিদ্রাকেই মৃত্যুরূপ বর্ণনা করেন। ইহা যৌক্তিকও বটে। যেহেতু মৃত্যুর অবস্থায় যে যে লক্ষণ লক্ষিত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতীত নিদ্রাতেও তৎসমুদায় লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব নিদ্রার অল্পতা ও পরমায়ুর বৃদ্ধি সমান। কারণ যে কালটুকু নিদ্রাতে ব্যয়িত হয়, মৃত্যুর অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। আবার নানারূপ সংসারাবন্ধে আমাদের মন সদাই চিন্তিত থাকে। এমন কি শরীরের বিরাম আছে, কিন্তু মন এমনই পদার্থ যে বিশ্রা-

কারণেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেনা। অতএব তাহাকে কালবিশেষে সুস্থ রাখা কর্ত্তব্য। একাদিক্রমে চালনা করিতে গেলে সকল বস্তুই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব শারীরিক নিয়মগত নিদ্রাও ফলোপধায়িকা সন্দেহ নাই।

পঞ্চদশ প্রবন্ধ।

মদ।

পঞ্চম রিপুর নাম মদ। মদ রিপুর কি অসাধারণ শক্তি, ইহা প্রবল হইলে কোন রিপু হইতে সাধ্যের ন্যূনতা প্রকাশ করেনা, বরং ইহার আবির্ভাবে সকল রিপুরই প্রবলতা প্রকাশ পায়। মদের বাসস্থান সর্ব্বাঙ্গ, ইহার আবির্ভাবে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে। দেখ মত্ততাকালে কাম, ক্রোধ, মোহ, প্রভৃতি সকল রিপুর কার্য্যই প্রকাশ পাইতে পারে। অহো! মত্ততায় শুভময়ী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, নম্রতা, বাক্‌পটুতা, সৌজন্যতা ও সদালোচনা প্রভৃতিকে একেবারে নির্বীর্য্য করিয়া রাখে। তৎকালে বোধ হয় যেন স-

বৃত্তি সকল সেই মত্ততাবলম্বীদেহ হইতে এককালে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। অতএব এতাদৃশ মহাপকারি মদরিপুর বশীভূত হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখ কত শত সম্রাটেরা ধনমদে মত্ত হইয়া সেই মত্ততার প্রভাবে অসংখ্য রাজ্য ধনজনপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল মত্ততাকে সঙ্গী করত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মত্ততাবলম্বি-ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্য বলিয়া কোনরূপেই গণ্য করি না। যেহেতু তাহাদিগের কার্য্যে এবং বনপশুইত্যাদির কার্য্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য সন্দর্শন করা যায় না। সুতরাং তাহাদিগকেও পশু বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু এই বলিয়া মদকে কোনমতেই অপকারী বলা যাইতে পারেনা ইহাদিগকেও জগদীশ্বর জীবাদির উপকারের জন্যই সৃষ্টিকরিয়াছেন সন্দেহ নাই। যদি মদ রিপুর সৃষ্টি না হইত তবে, ঈশ্বর প্রতি, বিদ্যার প্রতি ও সৎকর্ম্মের প্রতি মত্ততা কিছুই থাকিত না। মত্ততা [illegible] উপকারী ভিন্ন অপকারী নয় অথাৎ [illegible] কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনারসহিত পরিচা[illegible] অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। [illegible]কে বশীভূত

রাখিয়া ন্যায়পরতা বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা চালনা করিলে অসঙ্খ্য উপকার দর্শিতে পারে সন্দেহ নাই। জনগণ সকল কার্য্যেই প্রথমতঃ উদাসীন থাকে, তৎপর ক্রমে ক্রমে কার্য্য সকল অভ্যাস্ত হইয়া আইসে। অভ্যাসের সময় জনবিশেষ কে কার্য্যবিশেষে অধিকতর ব্যাগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ঐ কার্য্য বিলক্ষণ আরম্ভ হইলেই মত্ততা জন্মে। ঐ কার্য্য যদি অনুমোদনীয় হয় ভালই, নচেৎ তাহাতেই অনর্থ হইয়া উঠে। অতএব কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বেই তৎকার্য্যের বিবেচনা করিতে হইবে, যেহেতু অভ্যাস্ত হইলে পরিত্যাগ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

ষোড়শ প্রবন্ধ।

মাৎসর্য্য।

অহো! মাৎসর্য্য রিপুর কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি। ইহাতে জগতের সাধারণ জনগণকে অকর্ম্মণ্য ও জ্ঞান রহিত করিয়া থাকে। এবং আমাদিগের সৎপথের সঙ্গী সদালোচনা, নম্রতা, বিনয়, সৌ-

জন্য, সত্যতা ও ব্রহ্মবুদ্ধি প্রভৃতিকে দুরীকৃত করিয়া বিজিগীষা বৃত্তিকে প্রবল করত জনসাধারণকে মহাবিপদে পাতিত করে। ইহার প্রাদুর্ভাবে মনুষ্য হিতাহিত বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া যায়, ও জগতের অপ্রিয় হয়। যেহেতু এ রিপুর বশীভূত হইলে বিপুল ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকেও হেয় জ্ঞান করিয়া আপনাকে অত্যুচ্চ বোধ করিতে থাকে, সুতরাং জগতের অপ্রিয় হইবে সন্দেহ কি? দেখ রাবণ নিজবাহু বলে অশেষ দেশ জয় করিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সুখে ও নিরুদ্বেগচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ মহোপকারি মাৎসর্য্য রিপুর বশীভূত হইয়া অশেষ প্রকার নিগ্রহ নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সবংশে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন। পূর্ব্বকালীয় প্রসিদ্ধ কবিরা লিখিয়াছেন, এই রিপুর বশীভূত হইলে তাহার আর ভদ্রতা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব এতাদৃশ মহকাপারিরিপুকে দেহাসনে কদাচ উপবেশন করিতে স্থান প্রদান করিবে না! যখন মহাকাল স্বরূপ

মাৎসর্য্য রিপুকে আগমন করিতে দর্শন করা যায়, তখন ঐ জ্ঞান স্বরূপ অস্ত্রদ্বারা তাহাকে ছেদন করিবে। এই বলিয়া মাৎসর্য্যকে কদাচ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ইহাদিগকে জগদীশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ইহাদিগকে কোনরূপেই অপকারী বলা যাইতে পারে না। ইহাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনার সহিত পরিচালনা করিলে আর উপকারিতার অভাব থাকে না।

হে মনুজবর্গ! জগৎপাতা জগদীশ্বর কোন পদার্থই অস্মদাদির অপকারের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। কেবল জ্ঞানের ন্যূনতা প্রযুক্ত আপাততঃ অপকারী বলিয়া বিবেচনা করি, বাস্তবিক তাহা কিছুই উপকারী ভিন্ন অপকারী নয়। ইহা অল্প বিবেচনাতেই বুদ্ধিগোচর হইতে পারে। দেখ আহার ইত্যাদি কার্য্য আমারদিগের উপকারী ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। কিন্তু বিবেচনার ত্রুটিপ্রযুক্ত অনিয়মে আহার ইত্যাদি করিলে আর অপকারের অন্ত পাওয়া যায় না। পরমেশ্বর লৌহ ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ইহার দ্বারা

অস্ত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া কৃষিকার্য্য ও শত্রু নিবারণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু বুদ্ধি শূন্য ব্যক্তিরা ঐ সকল মহোপকারি বস্তুকে অনিয়মে চালনা করত দেহে অস্ত্রাঘাতপ্রভৃতি দ্বারা ক্লেশ সমূহ ভোগকরিয়া থাকে, ও অনিয়মে আহার করত সমুচিত ক্লেশ পাইয়া থাকে, এজন্য আহার লৌহকে কোনরূপে অপকারী বলা যাইতে পারে না। তাদৃশ রিপু সকলকে উপকারী ভিন্ন অপকারী বলা অজ্ঞানের কর্ম্ম। ইহাদিগের দ্বারা জীবাদির আহার, নিদ্রা, সৃষ্টিরক্ষা, ও অবনীশ্বরে মগ্নতা, কুকর্ম্মের প্রতি, ও হিংস্রকের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ, ইত্যাদি শুভদায়ক কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইতেছে। সুতরাং ইহাদিগকে মহোপকারী বলিয়া উল্লেখ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র ন্যায়পরতার সহিত পরিচালনা করিলে আর অপকারের সম্ভাবনা থাকে না। হে মনুজবর্গ! এবংপ্রকার নানাবিধ সুখ প্রদান কর্ত্তাকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সপ্তদশ প্রবন্ধ।

অনিত্যতা।

(অনিত্যোয়ং সংসারঃ) এই সংসার অনিত্য। যে বস্তু অল্পকাল স্থায়ী, চিরস্থায়ী নহে, তাহাই অনিত্য। যেমন গৃহ উদ্ভিদ্‌ দেহ ইত্যাদি। মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এই জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সকল বস্তু এতদ্গুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমতঃ মনুষ্যের বিষয়বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের নিবাস ভূমি এই ভূমণ্ডল অসীম নহে। ইহার সৃষ্টিঅবধি পৃথিবীতে যত লোক উৎপন্ন হইয়াছে, যদি অধুনা ও তাহারা সজীব থাকিত তবে কি স্বচ্ছন্দে স্থিতি করিবার সম্ভাবনা ছিল? এমন কি যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশস্থ প্রত্যেক পরমাণুতে এক একজন থাকিতে পারে তথাপি পৃথিবী তাহাদিগকে ধারণ করিতে পারিতনা, ইহা বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইবে না। তদ্রূপ হইলে কোথায় বা আহার উৎপাদক শস্যক্ষেত্র, কোথায় বা উল্লাসকরী রঙ্গভূমি, কোথায় বা দেহসংবর্দ্ধিকা স্বাস্থ্যকরী ব্যায়ামশালা থাকিত। হস্তী ব্যাঘ্রপ্রভৃতি

অন্যান্য জীবের পক্ষেও এই যুক্তি অসঙ্গত নহে। নির্জীব জড়পদার্থ বিনশ্বর হইয়াও নানারূপে হিতানুষ্ঠান করে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন,কোন সময় অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীর অভাব ছিল. পরে সৃষ্ট হইয়া অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রকারকেরাও এবিষয় ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়া গিয়াছেন। মনু লিখেন। "আসীদিদন্তমোভূত মজ্ঞাপনম লক্ষণং।" যাহার কোন লক্ষণ নাই, যাহা জানাইবার সাধ্য নাই, এই জগৎ এমত অন্ধকারে আবৃত ছিল। এই পৃথিবী চিরকাল আছে এমত সম্ভাবিত নহে' অতএব ইহার সমুদায়ই সৃষ্ট বস্তু. সৃষ্ট বস্তুর নাশ হইবে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ বোধ করিতে পারি। ইহা ন্যায়ানুগতও বটে। নগ সকল বনরূপে, অরণ্যানীনগরূপে. স্থল জলরূপে পরিণত হইয়া আমাদেরই মঙ্গলসাধন করিয়াছে। যেরূপ সৃষ্ট হইয়াছে যদি সেইরূপই থাকিত তবে মনোরঞ্জক বৃক্ষ শ্রেণীর অত্যন্ত শোভা, বসন্তকালে কুসুমগণের চিত্তরঞ্জকতা, নবীন পল্লব দর্শনের একাগ্রতা, জীবগণকে ইত্যাদি সকল সুখে বঞ্চিত

থাকিতে হইত। কোন মহারাজ বিষদ শরৎকালীয় চন্দ্রালোকে উদ্যান পরিবেষ্টিত প্রাসাদ শিখরে অধ্যাসীন হইয়া প্রফুল্লমনে প্রিয়পাত্রকে কহিলেন, "অমাত্য! যদি এই সময় চিরকালও এই রাজত্ব চিরস্থায়ী হইত না জানি কত সুখ সংবর্দ্ধন হইত"। পাত্র উত্তর করিলেন, যদি তাহাই হইত তবে এক প্রকার আমোদে লোকে আমোদই বোধ করিত না। এমন কি উহাতে আরো ক্লেশানুভবের সম্ভাবনা ছিল। আর যদি রাজত্ব চিরস্থায়ী হইত তবে তোমার রাজ্য প্রাপ্তি সুকঠিন ছিল। যাহা হউক সকল বস্তুই যদি জন্ম ও নাশ হইল তবে কি নিত্য কিছুই নাই! হা আছে। কিন্তু তাহা সকলের চক্ষুতে দেখিতে পারে না এই যে বিচিত্র জগৎ—চন্দ্র সূর্য্য, তারা ধূমকেতু প্রভৃতি ইহারা কোনকালে নাশ পাইবে কিন্তু তৎসৃষ্ট পরমাত্মার নাশ নাই। তিনি সদা সম্পূর্ণ। আমরা এই আশ্চর্য্য জগতের ভাব বর্গ দর্শন করিয়া সেই মহাত্মার ধন্যবাদ করিব ইহা আমাদিগের সৎকার্য্য। কিন্তু অনিত্যতা বিষয় আর কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়

বটে। হে মনুজবর্গ! দেখ এজগতে কিছুই স্থির নয়। অদ্য রাজা, কল্য দরিদ্র, অদ্য আনন্দিত, কল্য রোদন-বিশিষ্ট, অদ্য প্রফুল্ল-বদন, কল্য মলিনমুখ, অদ্য প্রিয়তমা ভার্য্যার সহবাসে পরমানন্দিত হওয়া, কল্য তাহার মৃত্যুর জন্য কষ্ট পাওয়া, অদ্য পুত্রের গুণেতে, শরৎ শশি তুল্য মুখ সন্দর্শনে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হওয়া, কল্য কোথায় পুত্র কোথায় পুত্র কোথায় প্রাণাধিক বলিয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করা। অদ্য প্রাসাদোপরি, কল্য বিপিনমধ্যে, অদ্য উত্তমবস্ত্র পরিধান, কল্য বল্কল ধারণ, অদ্য স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবেশন, কল্য মৃত্তিকাসন। কোন ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় বহুবিধ বিভব উপার্জ্জন করিয়া সুখ সম্ভোগ করে, পরে বৃদ্ধাবস্থায় দ্বারে দ্বারে করঙ্ক লইয়া ফিরে। কোন ব্যক্তি অদ্য বন্ধুবর্গ লইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের স্তুতি করিতেছে, কল্য তাহার বন্ধুর মৃত্যুশরীরে অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছে। দেখ যখন আত্মা শরীরসংযোগধ্বংস হইবে তখন কোথায় বা মাতা, কোথায় বা পিতা, কোথায় বা ভ্রাতা, কোথায় বা বন্ধুবর্গ, কোথায়

ক্ষা দেহ, কোথায় বা সংসার কিছুই দেখিব না।
অরে পাপাত্মন্! তুমি এবিবেচনা করিতেছনা যে যখন মহাকাল নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন করিবে তখন আর এবিচিত্র সংসার দর্শন করিব না। আর অনিমিষ লোচনে নক্ষত্রমালা চক্ষুর্গোচর করিব না। অরে পাষণ্ড! তখন তোর প্রিয়তমা ভার্য্যার যে সুমধুর রব ছিল, মদনের বাণের ন্যায় কটাক্ষ ছিল, কুন্দপুষ্প তুল্য যে দর্শন প্রকাশ করিত, রাম রম্ভোপম যে ঊরু ছিল, নব নিতম্বিনীর যে নিতম্ব শোভা ছিল, যাহার ক্ষীণ কটী নিরীক্ষণ করিয়া মৃগরাজ কাননে প্রবেশ করিয়া ছিল, সে বিধু মুখীর বিধু বদন বিলোকন করিয়া নয়ন চকোর সুরাপানে চরিতার্থ হইত, যে ভামিনীর কেশ পাশ ঘনঘটা বলিয়া বোধ হইত, সে সব এখন কোথায়! এইরূপে তুই চক্ষুতে যাহাং নিরীক্ষণ করিতেছ তাহার কিছুই সৎ নহে। কেবল জগৎ স্রষ্টাই নিত্য। অতএব হে মনুজবর্গ! পরমপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যিনি এত রূপ নিয়ম সকলের মধ্যে আমাদিগকে স্থাপিত করিয়া দেন, যাহাএতি পালনকরিলে আর সুখের

সীমাথাকেনা, এবং যাহার সহিত আমদের নিত্য সম্বন্ধ। যিনি সর্ব্বাদ্য, সর্ব্বেশ্বঃ। তিনি অদ্য যেমন কল্য ওতেমন। তাঁহার সহিত প্রণয়হইলে আর বিচ্ছেদাশঙ্কা থাকেনা। অতএব তাহার সহিত প্রণয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এভাবে কি সেভাব জানিতে সমর্থ হওয়া যায়? না পাপকর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্যুত থাকিয়া সেই পারাৎপর নিত্য সত্য বিশুদ্ধ পদার্থে মনঃস্থাপনকরা বিধেয়।

সম্পূর্ণ।